TRIPURA STATE COMMISSION FOR WOMEN

ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ❑ আগরতলা ❑ পশ্চিম ত্রিপুরা ❑ পিন - ৭৯৯ ০০১

রেফ নং ঃ

তারিখ ঃ ১০-১১-০৭

প্রেস রিলিজ
মহিলা কমিশন

(১)

নির্যাতিতা নাবালিকার পরিবারের ওপর চাপ দেওয়া হচ্ছে টাকার বিনিময়ে পুলিশ কেইস তুলে নেবার জন্য।

সংবাদপত্রে খবর ছিল নাবালিকাকে গণধর্ষণ করে অটোচালক জেল হাজতে এবং তিন সঙ্গী পলাতক। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে ঘটনাটির তদন্ত শেষ করে আজ প্রেস বিজ্ঞপ্তি লেখার সময় পর্যন্ত বাকী তিন অপরাধীকে পুলিশ খুঁজে পায়নি। এলাকা থেকে খবর পাওয়া যাচ্ছে যে টাকার বিনিময়ে পুলিশ কেইস উঠিয়ে নেবার জন্য মেয়েটির পরিবারের ওপর চাপ আসছে।

ঘটনাটি ঘটেছিল গত ২৮শে অক্টোবর। ঘটনাটি বিস্তৃতভাবে জানতে ৩০ অক্টোবর কমিশন প্রতাপগড়ে মেয়েটির বাড়ীতে যায়। ঐদিন মেয়েটি বিচারকের কাছে বয়ান দেবার জন্য কোর্টে গিয়েছিল। পরের দিন পরিবারের সদস্যরা মেয়েটিকে নিয়ে কমিশনে আসেন। পশ্চিম প্রতাপগড়ের নাবালিকাটি দশরথ দেব ষ্টেডিয়ামে খেলা প্র্যাক্‌টিস্ করে ফেরার পথে তাদের পাড়ার অটোচালক রাজু লস্করকে দেখতে পায়। রাজু লস্কর নাবালিকাটিকে বাড়ী পৌঁছে দেবার কথা বলে অটোতে তোলে। কমিশনের তদন্তে জানা যায় যে রাজু মেয়েটিকে বাড়ীতে না নিয়ে মধুবন, প্রীতিলতা মারাক বস্তিতে নিয়ে যায়। অটোতে তোলার পর একটু দুরে গিয়েই রাজীব দাস, সুমন বিশ্বাস এবং প্রণব আচার্য নামে আরও তিনটি ছেলেকে অটোচালক রাজু লস্কর তার অটোতে ওঠায় যাদের নাবালিকা মেয়েটি চিনতো না। ঐ তিন যুবক যাবার পথে নাবালিকার সংগে অসভ্যতা করে। মধুবন প্রীতিলতা মারাক বস্তিতে রোজভ্যালী

10.11.07

Archana Bhattacharjee
Member Secretary,
Tripura Commission for Women

TRIPURA STATE COMMISSION FOR WOMEN

ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ◻ আগরতলা ◻ পশ্চিম ত্রিপুরা ◻ পিন - ৭৯৯ ০০১

রেফ নং ঃ তারিখ ঃ

পার্কের বিষ্ণু দত্ত নামে এক নিরাপত্তা রক্ষী সন্ধ্যা আনুমানিক পৌনে ৭টা নাগাদ ডিউটিতে যাবার সময় রাস্তার পাশে অন্ধকারে একটি অটো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন এবং অটোর পাশে তিনটি ছেলেকেও দেখতে পান। ওরা অটো নিয়ে ওখানে কেন দাঁড়িয়ে আছে একথা জিজ্ঞাসা করলে তারা বিষ্ণু দত্তকে বলে যে তাদের অটোতে তেল ফুরিয়ে গেছে। ইতিমধ্যে আরও দুজন স্থানীয় যুবক ঐ জায়গায় এগিয়ে এসে বলে যে তারা কাছের জঙ্গলের দিক থেকে একটি মেয়ের চিৎকার শুনতে পেয়েছে। কথাটি শুনেই ছেলে তিনটি অটো নিয়ে পালিয়ে যায়। তখন বিষ্ণুবাবু এবং উপস্থিত অপর দুজন টর্চ ফেলে রাস্তার পাশে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যান এবং নাবালিকাকে দেখতে পান। মেয়েটির পরণে ছিল খেলার লাল গেঞ্জী এবং লাল ট্র্যাক স্যুট ।যে ছেলেটি জঙ্গলের মধ্যে মেয়েটির সঙ্গে ছিল সে এদের কথাবার্তা শুনে পালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু বিষ্ণুবাবু এবং অপর দুজন চিৎকার করায় মারাক বস্তির প্রায় শ'খানেক মানুষ বেরিয়ে আসেন এবং ছেলেটিকে ধরে ফেলেন। ফলে ঐ ছেলেটি আর পালিয়ে যেতে পারেনি । জঙ্গল থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করে এবং পালায়নরত রাজু লস্করকে ধরে তারা প্রীতিলতা মারাক পাড়ার সুবল সেনের বাড়ীতে আসেন । গ্রামের সকলে ঐ বাড়ীতে জমায়েত হন। পঞ্চায়েত সদস্য পঞ্চবতী সাংমা মেটিকে ধরে নিয়ে সুবল সেনের ঘরে বসান। মেয়েটি তখন প্রচন্ড কান্নাকাটি করছিল। ঘটনাটি তদন্ত করার প্রয়োজনে সভানেত্রী ও সদস্যারা ৩ অক্টোবর ২০০৯-এ সুবল সেন এবং তার স্ত্রী পারুল সাংমার বাড়ীতে গিয়ে এসব কথা জানতে পারেন। সেদিন সেখানে মধুবন পঞ্চায়েতের ৭নং ওয়ার্ডের সদস্য পঞ্চসতী সাংমা এবং আরও দুজন পঞ্চায়েত সদস্য উপস্থিত ছিলেন। তাদের কাছ থেকে জানা যায় যে ঘটনার দিন সুবল সেনই আমতলী থানার পুলিশ এবং নাবালিকার বাবাকে ফোন করে খবর

10-11-09
Archana Bhattacharjee
Member Secretary,
Tripura Commission for Women

দেন। নাবালিকাটির বাবা সুবল সেনের বাড়ীতে আসেন। পুলিশ মেয়েটিকে তার বাবার হাতে তুলে দেয় এবং ধৃত অপরাধী রাজু লস্করকে ধরে নিয়ে যায়।

ঘটনাটির তদন্তের জন্য নির্যাতিতা নাবালিকাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কমিশন জেনেছে যে মেয়েটির উপর ধর্ষণের ঘটনা না ঘটলেও তার ওপর যথেষ্ট শ্লীলতাহানী হয়েছে। রোজভ্যালী পার্কের নিরাপত্তা রক্ষী এবং স্থানীয় যুবক ঐ সময় ঐ জায়গায় এসে না পড়লে মেয়েটি যে গণধর্ষিতা হতো এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারন এরই জন্য অন্ধকারে অটো নিয়ে অপেক্ষারত ছিল তিনটি ছেলে। মেয়েটিও কমিশনের কাছে এভাবেই তার বয়ান দিয়েছে।

কমিশন অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে রাজু লস্কর ছাড়া বাকী তিনজন অপরাধী আজও ধরা পড়েনি অথচ তারা যে রাজ্য ছেড়ে চলে গেছে একথাও কমিশনের মনে হয়না। কারণ তারা টাকা দিয়ে ঘটনার মীমাংসার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অপরাধীর শাস্তি না হয়ে এভাবে যদি টাকার বিনিময়ে মেয়েদের বিরুদ্ধে অপরাধের ঘটনার মীমাংসা হয়ে যায় তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে মেয়েদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ দমন করা যাবেনা। সমাজের সকল স্তরের মানুষের এসব ঘৃণ্য অপরাধীদের ধরিয়ে দেবার জন্য এগিয়ে আসা হবার প্রয়োজন। জনরোষ না হলে এসব অপরাধ সমাজ থেকে দূর করা যাবে না। নির্যাতিতা পরিবার খুবই গরীব। নাবালিকা মেয়েটি যাতে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে তার জন্য সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন।

10-11-09

Archana Bhattacharjee
Member Secretary,
Tripura Commission for Women

TRIPURA STATE COMMISSION FOR WOMEN

ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ □ আগরতলা □ পশ্চিম ত্রিপুরা □ পিন - ৭৯৯ ০০১

রেফ নং ঃ

তারিখ ঃ

প্রায় আশি বছরের বৃদ্ধের বিকৃত লালসার শিকার নাবালিকা।

বিশ্বাস করতে কষ্ট লাগে যে আটাত্তর বছরের বৃদ্ধ ৮ বছরের নাবালিকার ওপর অত্যাচার করেছে। কমলপুরের হারেরখোলায় গিয়ে কমিশনের সদস্যরা জানতে পারেন যে ঘটনাটি অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। হারেরখোলা অঙ্গনওয়াড়ির ছোট্ট মেয়ে ছুটির পর খেলায় মেতেছিল। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পাশেই থাকে ক্ষিতিশ শব্দকর। কেন্দ্রের সব ছেলেমেয়েরাই তাকে দাদু ডাকে। ক্ষিতিশ শব্দকর নাবালিকা বিনুকে(কল্পিত নাম) ডেকে ঘরে নিয়ে পাশবিক নির্যাতনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। বিনু যন্ত্রনায় চিৎকার করলে শুনতে পেয়ে তার মা ছুটে আসে। মেয়েকে বাড়ী নিয়ে যায় এবং গ্রামের সবাইকে একথা জানায়। থানায়ও অভিযোগ দেওয়া হয়। গত ২/১১/০৯-এ কমলপুর থানার পুলিশ আসামীকে গ্রেপ্তার করেছে।

এধরনের জঘন্য অপরাধের শাস্তি হয়তো হবে। কিন্তু এরূপ বিকৃতমনা মানুষের সামাজিক শাস্তির প্রয়োজন সব থেকে বেশী। সমাজ থেকে অপরাধীকে বিচ্ছিন্ন করে এসব অপরাধের প্রতিবাদে এবং প্রতিরোধে মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে। ছোট্ট মেয়েটির প্রতি সকলের স্বাভাবিক আচরণ কমিশন প্রত্যাশা করে।

(৪)

10-11-09

Archana Bhattacharjee
Member Secretary,
Tripura Commission for Women